সওজের জমিতে অবৈধ ব্যবসা: বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে নওগাঁয়ে তীব্র অভিযোগ

সংগৃহীত ছবি

চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া সংগঠন 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ইতিবাচক পরিবর্তনের মহান প্রত্যাশা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সারাদেশে এই প্ল্যাটফর্মের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে সংগঠনের পরিচয় ব্যবহার করে নানা অনিয়ম ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে।

তেমনই এক ঘটনা ঘটেছে নওগাঁর মান্দা উপজেলায়। অভিযোগ রয়েছে, নওগাঁ-রাজশাহী আঞ্চলিক মহাসড়কের ফেরিঘাট ব্রিজ সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের জমিতে অবৈধভাবে রেস্তোরাঁ নির্মাণ করেছেন সংগঠনের স্থানীয় তিন নেতা—রিপন, ফাহিম ও সজিব।

জাগো নিউজের অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০২৩ সালের ৫ নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই পর্যন্ত মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাহ আলম মিয়া। দায়িত্বকালীন সময়ে তার সঙ্গে উল্লিখিত তিন ছাত্রনেতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বৈধ ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে তারা ইউএনওকে সহযোগিতা করতেন। বদলির আগে প্রতিদানস্বরূপ শাহ আলম মিয়া সওজের জমি দখলে নিয়ে উপহার দেন তাদের।

সরকারি জমিতেই কংক্রিটের স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করে 'মান্দা রিভার কোর্ট' নামে একটি রেস্তোরাঁ চালু করেন তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন এবং উদ্বোধন করেন স্বয়ং ইউএনও শাহ আলম মিয়া। উদ্বোধনী ফলকে উদ্বোধক হিসেবে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালের নাম উল্লেখ করা হয় এবং 'পরিকল্পনা ও ভাবনা' অংশে ইউএনও শাহ আলম মিয়ার নাম যুক্ত করা হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, তিন শিক্ষার্থী মান্দার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও পড়াশোনার কারণে দীর্ঘ সময় এলাকার বাইরে থাকেন। এই উপজেলা প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সওজের জমিতে স্থায়ী স্থাপনা গড়ে তোলেন। এমনকি সড়কের একটি অংশ কেটে রেস্তোরাঁয় প্রবেশের জন্য আলাদা রাস্তা তৈরি করা হয়। এতে মহাসড়কের নিরাপত্তা ও চলাচলে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। কেউ বাধা দিলে পুলিশি হয়রানির হুমকি দেওয়া হয়।

তবে অভিযুক্ত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা দাবি করেন জায়গাটি তারা ১০০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছেন